বাংলাদেশ
তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

AT YOUR FINGERTIPS

?

এফিলিয়েটেড নেটওয়ার্ক অব সোশ্যাল
একাউন্টিবিলিটি-সাউথ এশিয়া রিজিয়ন
ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ
ansa-sar.org
ansa.sar@gmail.com

সূচীপত্র

তথ্য অধিকার আইন কী? ২

তথ্য কী? ৩

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কি কি বিষয় পড়ে? ৪

তথ্যের জন্য কোথায় আবেদন করতে হবে? ৪

একটি আবেদনে কি কি বিষয় থাকতে হবে? ৫

তথ্যের জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হয়? ৬

দায়মুক্ত তথ্য কি? ৭

সহায়তার জন্য কাদেরকে ডাকতে হবে ৮

তথ্য অধিকার সংশিষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ

প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে কি করতে হবে ও কি বলতে হবে: ১০

প্রতিবন্ধকতা ১০

আপীল ১৭

অভিযোগ ১৮

তথ্য অধিকার আইন কী?

তথ্য অধিকার আইন হচ্ছে সরকারি তথ্য সংজ্ঞায়িতকরণ এবং তথ্য প্রাপ্তি বিষয়ে নাগরিকদের অধিকার প্রদানের সর্বপ্রথম আইন। নাগরিকগণ কিভাবে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন, এই আইনে সেইসব নিয়মকানুন রয়েছে। এবং তথ্যের জন্য আবেদন করার পর সরকারের জবাব কিংবা ব্যাখ্যায় নাগরিকগণ সন্তুষ্ট না হলে, তার বিরুদ্ধে আপীল প্রক্রিয়ার নিয়মকানুনও এতে রয়েছে। ২০০৯ সালে পুরোপুরি কার্যকর হওয়া আইনটি বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পাশ হয় এবং পরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত সংসদ সেটি গ্রহণ করে।

তথ্য কী?

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী, "তথ্য" বলতে একটি বিস্তৃত বিষয়কে বোঝানো হয়েছে যাতে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর-কর্তৃক সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রকার নথি, বিধিমালা, নীতিমালা ও রেকর্ডসমূহ অন্তর্ভুক্ত। আইনটির বিধি অনুযায়ী প্রতিটি দপ্তরকে নিজ উদ্যোগে এর সার্বজনীন তথ্যাদি প্রকাশ করতে হবে। পাশাপাশি এটি নাগরিকদেরকে নির্দিষ্ট কিছু রেকর্ড, যেমন- বিভিন্ন স্মারক, মানচিত্র, চুক্তি ও লগ বই থেকে শুরু করে চিত্রকর্ম, চলচ্চিত্র, প্রতিবেদন, চিঠি ও ইলেকট্রনিক তথ্যভান্ডার প্রভৃতি তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ জ্ঞাপনের অধিকার প্রদান করে।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কি কি বিষয় পড়ে?

আইনটির আওতায় নাগরিকরা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আরম্ভ করে উপজেলা স্তর পর্যন্ত প্রত্যেকটি সরকারি দপ্তর থেকে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারে। আইনটি এছাড়াও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে, যেমন- সরকারি তহবিল ব্যবহার করা বিভিন্ন কোম্পানী, এবং সরকারি অর্থ ও বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করা বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও)-কে তথ্য প্রকাশে বাধ্য করতে পারে।

তথ্যের জন্য কোথায় আবেদন করতে হবে?

যে সরকারি দপ্তরে রেকর্ড রয়েছে সেটির "মনোনীত কর্মকর্তা" (Designated Officer-DO) বরাবর আবেদন করতে হবে। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে ডিও-দের হালনাগাদকৃত তালিকা রয়েছে।

একটি আবেদনে কি কি বিষয় থাকতে হবে?

কোনো তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে আবশ্যিকভাবে যা থাকতে হবে:

- আপনার নাম;
- আপনার ঠিকানা;
- আবেদনকৃত তথ্যটির একটি "সঠিক ও সুস্পষ্ট" বিবরণ;
- তথ্যটি খুঁজে পেতে সহায়ক এরূপ যেকোনো বাড়তি তথ্য;
- আপনি কি আকারে তথ্যটি পেতে চান সে বিষয়ক নির্দেশনা, যেমন- মুদ্রিত আকারে ও/বা ইলেকট্রনিক অনুলিপি, নাকি মূল নথিটি সরাসরি দেখতে চান প্রভৃতি।

কিছু কিছু সংস্থা তথ্য অধিকারের আওতায় আবেদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ফরম প্রদান করে থাকে। তথাপি, যদি এরূপ কিছু না-ও থাকে, আবেদনের জন্য আপনি একটি খালি কাগজ ব্যবহার করতে পারবেন।

তথ্যের জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হয়?

সরকারি তথ্য তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করতে হবে। যদি এটি সহজলভ্য না থাকে, তথ্য অধিকার আইনে ডিও-কে প্রাথমিক আবেদন নিষ্পত্তিতে ২০ কার্যদিবস সময় প্রদান করা হয়েছে। সংশিষ্ট তথ্যটি যদি দুই বা ততোধিক সংস্থার অধীন হয়, সেক্ষেত্রে ডিও ৩০ কার্যদিবস সময় পাবেন। সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন সময়সীমার ক্ষেত্রে গণনা করা হয় না।

তবে আপীল ও অভিযোগের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনে ক্যালেন্ডার দিবস হিসেব করে থাকে, যার অর্থ হচ্ছে সময়সীমার ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনও গণনা করা হয়। এটি প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করে। কোন আপীল বিবেচনার জন্য সংস্থাগুলো ১৫ ক্যালেন্ডার দিবস সময় পায়, এবং তথ্য কমিশন কোন সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ৪৫ থেকে ৭৫ ক্যালেন্ডার দিবস সময় নিয়ে থাকে।

দায়মুক্ত তথ্য কি?

সরকারি সংস্থাসমূহ কিছু নির্দিষ্ট বিষয়-সংশিষ্ট তথ্য প্রকাশে বাধ্য নয়, এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে - এমনসব তথ্য;
- অন্য কোন রাষ্ট্রের সাথে গোপন যোগাযোগ বিষয়ক তথ্য;
- বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক গোপনীয়তা সংশিষ্ট, কপিরাইট বা মেধাস্বত্ব বিষয়ক তথ্য;
- কর আইন, বিনিময় হার বা সুদের হারে পরিবর্তন নির্দেশক তথ্য;
- কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে লঘন করে এরূপ তথ্য;
- কোন ফৌজদারি তদন্তকে বাধাগ্রস্থ করে এ জাতীয় তথ্য;
- পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা প্রদত্ত নম্বর প্রকাশকারি তথ্য;
- মন্ত্রিপরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদে বিবেচ্য কোন বিষয়-সংশিষ্ট তথ্য;
- নোট-শীট বা নোট-শীটের অনুলিপি;
- রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা গোয়েন্দা ইউনিট-কর্তৃক অধিকৃত তথ্য। যদিও এসব সংস্থা-কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন বা তাদের দুর্নীতি সংশিষ্ট তথ্যকে দায়মুক্তি দেওয়া হয়নি।

সহায়তার জন্য কাদেরকে ডাকতে হবে

তথ্য অধিকার সংশিষ্ট আবেদন বিষয়ে নাগরিক ও গণমাধ্যমকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন এনজিও রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

এফিলিয়েটেড নেটওয়ার্ক অব সোশ্যাল একাউন্টিবিলিটি-সাউথ এশিয়া রিজিয়ন
ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ - ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
৪০/৬, নর্থ এভিন্যু, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: +৮৮ ০২ ৮৮১ ০৩০৬, ৮৮১ ০৩২০, ৮৮১ ০৩২৬, +৮৮ ০১১৯৯ ৮১০ ৩৮০
ইমেইল: ansa.sar@gmail.com

ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
২/৯ স্যার সৈয়দ রোড (চতুর্থ তলা), বক এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১৩ ৪৭১৭, +৮৮ ০২ ৯১৩ ৭১৪৭
ইমেইল: info@mrdibd.org, bmrdi@yahoo.com

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
বাড়ী # ১০, সড়ক # ১, বক এফ, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২ ৪৩০৯, ৮৮-০২-৮৮১ ১১৬১
ইমেইল: anams@manusher.org, info@manusher.org

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ
বাড়ি ১০৪, সড়ক ২৫, বক এ
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: +৮৮-০২-৮৮২ ২৯৬২
ইমেইল: rib@citech-bd.com

আর্টিকল ১৯ বাংলাদেশ
বাড়ি: ১/বি, সড়ক-১ (দ্বিতীয় তলা), শ্যামলী
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১২ ৯৩৭০

তথ্য অধিকার সংশিষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলা

প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে কি করতে হবে ও কি বলতে হবে:

প্রতিবন্ধকতা: সরকারি দপ্তরে কোন মনোনীত কর্মকর্তা নেই।

যদি কোন প্রতিষ্ঠানে মনোনীত কর্মকর্তা (ডিও) না থাকেন, তাহলে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জমা দিন। তিনি যদি আবেদনটি গ্রহণ করতে রাজী না হন, তাহলে সেটি রেজিস্টার্ড ডাকের সাহায্যে "আরটিআই মনোনীত কর্মকর্তা" এই সম্বোধনে সেই সরকারি অফিসে পাঠান। এটি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করবে।

প্রতিবন্ধকতা: মনোনীত কর্মকর্তা আবেদন গ্রহণ করেন নি।

এক্ষেত্রেও সেটি রেজিস্টার্ড ডাকের সাহায্যে "আরটিআই মনোনীত কর্মকর্তা" এই সম্বোধনে সেই সরকারি অফিসে পাঠান। এটি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করবে। আপনি এছাড়াও ডিও-কর্তৃক আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকৃতির বিষয়টি সম্পর্কে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

প্রতিবন্ধকতা: ডিও ছুটিতে গেছেন।

তথ্য অধিকার আইনে আবেদন জমা দেওয়ার পূর্বে ডিও কাজে যোগদান পর্যন্ত অপেক্ষা করার বিষয়ে কিছু বলা নেই। আবেদনটি গ্রহণ করবার মতো ডিও'র যদি কোন সহকারি বা বিকল্প ব্যক্তি না থাকেন, সেক্ষেত্রে আবেদনটি রেজিস্ট্রিকৃত ডাকের সাহায্যে সংশিষ্ট অফিসে পাঠিয়ে দিন।

প্রতিবন্ধকতা: ডিও আপনাকে লিখিত আবেদনের বদলে মৌখিক আবেদন করতে পীড়াপীড়ি করছে।

আইনের বিধানে কেবল লিখিত আবেদনই প্রযোজ্য। সংশিষ্ট কর্মকর্তাকে বলুন যে, "আমি যে তথ্য জানতে চাই সেটি আমি আপনাকে জানাতে পারি, কিন্তু আমি আমার তথ্য অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে একটি লিখিত আবেদনও করবো।" তবে আপনি যদি তথ্য অনানুষ্ঠানিক বা মৌখিকভাবে গ্রহণ করেন, সেক্ষেত্রে এর যথার্থতা সম্পর্কে আপনি কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না বা এটি অসম্পূর্ণ হলে এর বিরুদ্ধে আপীলও করতে পারবেন না।

প্রতিবন্ধকতা: ডিও আপনাকে একটি বিকল্প প্রদান করছে—"তথ্যটি অনানুষ্ঠানিকভাবে দ্রুততম সময়ে সংগ্রহ করুন অথবা তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক পুরো ২০ কার্য-দিবসই অপেক্ষা করুন।"

এটি প্রায়শই কালক্ষেপণের একটি কৌশল। আপনি যদি মনে করেন যে এটি একটি সত্যিকারের প্রস্তাব, তাহলে ডিও-কে একটি সুযোগ দিন। কিন্তু তাকে বলুন যে, আপনি লিখিত আবেদন জমা দেওয়া ও প্রক্রিয়াটি শুরু করার জন্য কেবল অল্প কিছু দিন অপেক্ষা করবেন। অতঃপর এটি করুন। অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা যাচাই করা যাবে না বা তথ্য অধিকার আইনের আওতায় এর বিরুদ্ধে আপীলও করা যাবে না।

প্রতিবন্ধকতা: মনোনীত কর্মকর্তা দাবি করছেন যে আপনার আবেদন নিষ্পত্তিতে তিনি যত দিন ইচ্ছা সময় নিতে পারেন।

তাকে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৯, উপধারা ১ সম্পর্কে অবহিত করুন। এতে বলা আছে: "মনোনীত কর্মকর্তা আবেদন প্রাপ্তির পর...আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ২০ (বিশ) কার্য-দিবসের মধ্যে আবেদনকারিকে তথ্য প্রদান করিবেন।" তিনি যদি তারপরও বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করেন, তার সাথে তর্কে জড়াবেন না। কেবল ২১তম দিনে গিয়ে একটি আপীল দায়ের করুন।

প্রতিবন্ধকতা: ডিও ২০ কার্য-দিবস অপেক্ষা করেছেন এবং তারপর বলছেন যে তিনি আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারবেন না, কারণ আপনি তথ্য অধিকার বিষয়ক বিশেষ ফরমটি ব্যবহার করেন নি।

তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী আপনি একটি খালি সাদা কাগজেও আবেদন করতে পারবেন যতক্ষণ পর্যন্ত এতে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি থাকে। সংশিষ্ট কর্মকর্তাকে স্মরণ করিয়ে দিন যে, কেউ যদি তথ্য অধিকার আইন লংঘন করে, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে তার পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা হবে।

প্রতিবন্ধকতা: ডিও বলছেন যে আপনি অনেক বেশি তথ্য জানতে চেয়েছেন।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আপনার আবেদন-যোগ্য তথ্যের কোন নির্দিষ্ট পরিসীমা নেই। তথাপি, প্রশাসনিক চাপ কমাতে, আপনার আবেদন যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখার চেষ্টা করুন। অথবা তাকে পরামর্শ দিন যে, আপনি মূল নথিগুলো পর্যালোচনা করবেন এবং কোনটির অনুলিপি করতে হবে সেটি পছন্দ করবেন।

প্রতিবন্ধকতা: ডিও বলছেন যে আপনার চাহিদাকৃত নথিসমূহের অনুলিপি করতে অনেক কর্মচারি প্রয়োজন।

অনুলিপি নিতে আপনি বাধ্য নন। আইনানুযায়ী আপনি রেকর্ডসমূহ পরিদর্শন করতে ও নোট নিতে পারবেন। ডিও-কে জানান যে আপনি উপকরণটি পরিদর্শন করবেন এবং আপনি কোন্ বিষয়টির অনুলিপি চান তারপর তাকে তা জানাবেন।

প্রতিবন্ধকতা: ডিও জানতে চেয়েছেন আপনি কেন তথ্যটি চান এবং/অথবা আপনি সেটি দিয়ে কি করতে চান।

তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী আপনি কারণ উলেখ করতে বাধ্য নন। ডিও যেটি জানতে চাইতে পারেন তা হলো আপনি একজন নাগরিক এবং আপনি সরকারি তথ্য জানার অধিকার চর্চা করছেন।

প্রতিবন্ধকতা: ডিও বলছেন যে আপনি উপকরণটি পাবেন না কারণ এটি অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট-এর আওতাধীন।

তথ্য অধিকার আইন সরকারি তথ্য প্রকাশ বিষয়ক অন্য যেকোন আইনের উপরে স্থান পাবে। ডিও-কে অবহিত করুন যে অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট তথ্য অধিকার আইনের দায়মুক্ত নয়।

প্রতিবন্ধকতা: ডিও আপনাকে রেকর্ডসমূহ অনুলিপি করার খরচ অনেক বেশি বাড়িয়ে বলছে।

তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী আপনার উপর কেবল "যৌক্তিক" খরচ ধার্য করা যাবে এবং তা "তথ্য প্রদানের প্রকৃত খরচ, যেমন- ইলেক্ট্রনিক ফরম্যাট মুদ্রণের খরচ বা ফটোকপি অথবা মুদ্রিত অনুলিপি (প্রিন্ট-আউট) নেওয়ার খরচ, এর চেয়ে বেশি হতে পারবে না।" আপনি এছাড়াও তথ্যটি ইলেকট্রনিকভাবে স্থানান্তরের জন্য একটি সিডি বা পেন ড্রাইভ প্রদানের বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন।

প্রতিবন্ধকতা: ডিও বলছেন যে তিনি তথ্য দিতে পারবেন না কারণ তথ্যটির কিছু অংশে গোপনীয় বিষয় রয়েছে।

ডিও-কে জানান যে, তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী গোপনীয় বিষয় আলাদা করা-পূর্বক বাধ্যতামূলক প্রদান করতে হবে এমনসব তথ্য আপনাকে প্রদানে তিনি বাধ্য রয়েছেন।

প্রতিবন্ধকতা: ডিও সময়সীমা বাড়ানোর জন্য বলছেন কারণ তিনি তথ্যটি পেতে সমস্যা মোকাবেলা করছেন।

আপীলের বিষয়টি বিবেচনা করুন, কিন্তু ডিও আপনার তথ্য প্রদান করলে সেটি প্রত্যাহার করবেন বলে প্রস্তাব দিন।

প্রতিবন্ধকতা: ডিও কখনই উত্তর দেননি এবং ২০-কার্য-দিবসের যে সময়সীমা সেটিও শেষ হয়ে গেছে।

মৌনতা প্রত্যাখ্যান হিসেবে বিবেচিত হবে। একটি আপীল দায়ের করুন।

প্রতিবন্ধকতা: ডিও আপনাকে বলছেন যে আপনার অনুরোধকৃত তথ্যটি তার কাছে নেই, কিন্তু সেটি লিখিতভাবে দিতে অস্বীকার করছেন।

ডিও-কে স্মরণ করিয়ে দিন যে, তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী তিনি তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতির কারণ আপনাকে *লিখিতভাবে* প্রদানে বাধ্য। এরপরও যদি তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে তা প্রত্যাখ্যান হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। আপনি তৎক্ষণাৎ তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অর্থাৎ আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করতে পারেন।

আপীল

প্রতিবন্ধকতা: আপনি বুঝে উঠতে পারছেন না আপনার আপীলটি কার নিকট জমা দেওয়া উচিত।

ডিও'র বিভাগের প্রশাসনিক পরিচালক কে তা খুঁজে বের করুন। যদি এরূপ কেউ না থাকেন, তাহলে তার পরের স্তরের তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার প্রশাসনিক শীর্ষ ব্যক্তির নিকট আপীলটি দায়ের করুন। অনেক ক্ষেত্রেই, তিনি হবেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়।

প্রতিবন্ধকতা: বিভাগীয় পরিচালক আপনাকে আপীলটি প্রত্যাহার করতে বলছেন এবং তিনি আপনাকে তথ্য প্রদান করবেন বলে আশ্বস্ত করছেন।

আপীল প্রত্যাহার এই প্রক্রিয়াটিতে আপনার অধিকারকে বিপন্ন করবে। তিনি যদি তার কথা না রাখেন, তাহলে আপনার প্রক্রিয়াটি পুনরায় শুরু করতে হবে। আপনি কেবল তখনই আপীলটি প্রত্যাহারের কথা বিবেচনা করবেন যখন আপনার চাহিদামতো সকল তথ্য আপনি পাবেন।

প্রতিবন্ধকতা: নির্ধারিত ৩০-দিন সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়েরে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন।

তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষ সময়সীমা আগ্রাহ্য করেও আপনার আপীল গ্রহণ করতে পারে।

অভিযোগ

প্রতিবন্ধকতা: আপনি ৩০-দিন সময়সীমার মধ্যে কোন অভিযোগ দায়েরে ব্যর্থ হয়েছেন।

তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষ সময়সীমা আগ্রাহ্য করেও আপনার অভিযোগ গ্রহণ করতে পারে।

প্রতিবন্ধকতা: তথ্য কমিশনে আপনার শুনানীর স্বল্প আগে সংশিষ্ট সংস্থা আপনাকে তথ্য দিতে সম্মত হয়েছে।

আপনি শুনানী বাতিল করতে পারেন অথবা, বিশেষ করে আপনার যদি সন্দেহ হয় যে তথ্যটি অসম্পূর্ণ, আপনি শুনানি চালিয়ে যেতে পারেন। শুনানী চালিয়ে গেলে তা সংশিষ্ট সংস্থার কালক্ষেপণের কৌশলসমূহ উন্মোচন করবে এবং আপনার তথ্যে প্রবেশাধিকারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ডিও বা তার উধর্ষ্তন কর্মকর্তাকে ব্যক্তিগত জরিমানা গুণতে হতে পারে।

প্রতিবন্ধকতা: তথ্য কমিশনে, সংশিষ্ট সংস্থা দাবি করছে যে, আপনি তথ্য অধিকার আইনে প্রদত্ত কিছু সুনিদিষ্ট প্রায়োগিক বিষয় অনুসরণ করেন নি।

এ জন্যই প্রতিটি যোগাযোগের অনুলিপি, টেলিফোন কলের নোট এবং প্রেরিত প্রতিটি আবেদন/আপীল চিঠি ও সংস্থার উত্তর- আপনাকে সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে। আপনার সরল বিশ্বাসে পরিচালিত প্রচেষ্টার এটি হবে প্রমাণস্বরূপ।

প্রতিবন্ধকতা: তথ্য কমিশন আপনার যুক্তিতর্কের সাথে একমত পোষণ করছে কিন্তু বলছে যে নথিসমূহ পাওয়ার জন্য আপনাকে পুনরায় আবেদন করতে হবে।

যে কোন উপায়ে, পুনরায় আবেদন করুন—এবং তথ্য কমিশনের নির্দেশনার একটি অনুলিপি অন্তর্ভুক্ত করুন। সংশিষ্ট সংস্থাটির উচিত তাৎক্ষণিকভাবে এতে সাড়া দেওয়া।